সপ্তম অধ্যায়

স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

প্রশ্ন ▶ ১ দুটি শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। যা একসময় অর্থনৈতিক স্বার্থে জড়িয়ে যায়। একই সাথে বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রবল যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু সুকৌশলে সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে চলে। দুই শক্তির দ্বন্দ্বের কারণে সমগ্র অঞ্চলে চরম উত্তেজনা বিরাজ করেছিল। শেষ পর্যন্ত একটি শক্তির পতনের মধ্যে দিয়ে এর অবসান ঘটে। *◀ শিখনফল: ১ ও ৪*

ক. Cold war এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. ওয়ারস চুক্তি কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধ অবসানে মিখাইল গর্বাচেভের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের প্রথম পর্যায় ব্যাখ্যা কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Cold war'-এর বাংলা প্রতিশব্দ স্নায়ুযুদ্ধ।

খ ওয়ারস চুক্তি হলো একটি সামরিক চুক্তি।

মার্কিন জোট NATO গঠন করলে কমিউনিস্ট দেশগুলো রাশিয়ার নেতৃত্বে ওয়ারস (Warsaw) নামক সামরিক জোট গঠন করে। যদিও স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী বিশ্বের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করেছিল। তথাপিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো তৎপরতাকে সোভিয়েত হালকাভাবে নেয়নি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের সাথে স্নায়ুযুদ্ধ সাদৃশ্যপূর্ণ। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান মিখাইল গর্বাচেভের ভূমিকা অপরিসীম।

কোনো পরিস্থিতিই বিশ্বে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে না। সময়ের পরিক্রমায় নিয়মের অধীনেই স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে যার অবদান অবিস্মরণীয় তিনি হলেন মিখাইল গর্বাচেভ। মিখাইল গর্বাচেভ ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা লাভ করে স্থবির অর্থনীতি, শাসক দলের অভ্যন্তরে দুর্নীতি, সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়, সমাজতন্ত্রের বিকৃতি স্নায়ুযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করেন। গর্বাচেভ এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য 'গ্লাসনস্ত' (উদারনীতি) ও 'পেরেস্ত্রেইকা' (পুনর্গঠন) কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তার কর্মসূচি পশ্চিমা বিশ্বে সমাদৃত হলে স্নায়ুযুদ্ধের আবহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমতে শুরু করে।

১৯৯১ সালের জুন মাসে গর্বাচেভ অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পররাষ্ট্রনীতির কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বকে জানান যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে আগ্রহী। এ সময় তাকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বৃহৎ সাতটি শিল্পোন্নত জাতির শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এভাবে গর্বাচেভ পশ্চিমা বিশ্বের সাথে চিরাচরিত কমিউনিস্টদের সংঘাতের নীতি পরিবর্তন করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে সহায়তা করেন, যার চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে মিখাইল গর্বাচেভ ১৯৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সাথে মালটায় অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ বৈঠকে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের সরকারি ঘোষণা দেন।

পরিশেষে বলা যায়, এত কম সময়ের ইতিহাসে কোনো ব্যক্তির অবদান মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব হলেও এ কথা বলা যায় যে, মিখাইল গর্বাচেভের মতো গণতন্ত্রমনা শাসক যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় না আসতেন তাহলে এখনও হয়তো বিশ্ববাসী স্নায়ুযুদ্ধের অকল্পনীয় আতঙ্কের মধ্যে বাস করত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের সাথে স্নায়ুযুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম পর্যায় হলো সূচনা পর্ব।

স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম পর্যায় ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৪৫ সালের রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী কিমিয়ার ইয়াল্টা নগরীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বৃহৎ শক্তিগুলো মিলিত হয়। এ সম্মেলনের প্রভাবশালী তিন বিশ্বনেতা ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন। এ সম্মেলনে রাশিয়ার নানা প্রস্তাব ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃবৃন্দ নীতিগতভাবে মেনে নিলেও কার্যত সমর্থন করেন নি। ফলশ্রুতিতে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে রুশ দখল-দায়িত্ব বৃদ্ধি পেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রুম্যান যে প্রতিরক্ষা নীতি গ্রহণ করে তা স্নায়ুযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়।

এরপর ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল তার এক বক্তৃতায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ওপর থেকে সোভিয়েত প্রভাবমুক্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। চার্চিলের এ বক্তৃতা ফুলটন বক্তৃতা নামে পরিচিত। ফুলটন বক্তৃতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মার্কিন প্রশাসন কমিউনিস্ট আতঙ্কে সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিরোধে নড়েচড়ে বসে। এমন সময় মার্কিন দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জর্জ কিন্নানের থিসিস প্রকাশিত হয়। কিন্নানের থিসিসে মস্কোর প্রভাব বলয়কে নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার তথা বোতল বন্দি করার কথা বলা হয়।

কিন্নানের থিসিসের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার ট্রুম্যান ডকট্রিন ঘোষণা করেন এবং ইরান ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে বোতলবন্দি তত্ত্বের সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে মস্কোকে পশ্চাৎপসারণে বাধ্য করেন। ট্রুম্যান নীতির পর গ্রিস ও তুরস্কে মার্কিন নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা, ন্যাটো গঠন, কোরীয় যুদ্ধ এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মার্কিন বিরোধিতা প্রভৃতি স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম পর্যায়কে আলোকিত করেছিল।

সর্বোপরি বলা যায়, বিভিন্ন ঘটনাবলির জন্য স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম পর্যায় ছিল উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ▶২ স্নায়ুযুদ্ধ উদ্ভবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই সমানভাবে দায়ী— এ বিষয়ের ওপর স্যার ছাত্রছাত্রীদের যুক্তি উপস্থাপন করতে বললে তপন এ বিষয়ে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে। *◀ শিখনফল-২ ও ৩*

ক. বসফোরাস কীসের নাম? ১

খ. ১৯৪৬ সালের ফুলটন বক্তৃতা সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান কর। ৩

ঘ. স্নায়ুযুদ্ধ উদ্ভবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই সমান দায়ী—উদ্দীপকের এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বসফোরাস একটি প্রণালীর নাম।

খ ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ এক বক্তৃতায় প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বলেন, 'মিত্রশক্তির জয়লাভের ফলে যে আলোকবর্তিকা দেখা দিয়েছিল তার ওপর একটি ছায়া নেমে এসেছে। কেউ জানে না সোভিয়েত রাশিয়া বা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনগুলো অদূর ভবিষ্যতে কী করতে চলেছে। বাল্টিকের স্টেটিন থেকে শুরু করে আড্রিয়াটিক এর ট্রিয়েস্টে পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে।

গ উদ্দীপকে স্নায়ুযুদ্ধ উদ্ভবে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমানভাবে দায়ী করা হয়েছে, যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই রুজভেল্টের মৃত্যু এবং উইনস্টল চার্চিল ক্ষমতাচ্যুত হলে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে যথাক্রমে হ্যারি এস. ট্রুম্যান ও এটলি ক্ষমতাসীন হন। এ দুজন পূর্বতন দুজন বিশ্ব নেতার চেয়ে অনেকটা অদূরদর্শী এবং অনেকটা অসহনশীল রাজনীতিবিদ ছিলেন। ফলে মিত্রপক্ষের বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মাঝে বিশ্বযুদ্ধকালীন যে সমজোতা ছিল তা বিনষ্ট হয়। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত পথে রাশিয়া বরাবরই জার্মানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার হুমকির মুখে ছিল। এজন্য ইয়াল্টা বৈঠকে স্ট্যালিন উল্লেখ করেছিলেন যে, পোল্যান্ড, রুমানিয়া তথা বাল্টিক সীমান্ত পথে রাশিয়া তার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকারকে মেনে নেবে না। এজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ কয়েক মাস সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনীর মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের সম্পূর্ণ অংশ দখল করে নেয়। রুশ বাহিনী পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর কমিউনিস্ট দলগুলোকে সাহায্য করতে থাকে। এদিকে পেন্টাগনের সামরিক আমলাবর্গ পূর্ববর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের উদারনীতির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাই তারা নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কড়া নীতি প্রয়োগের জন্য পুরোচিত করেন। এর ফলে রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে।

ঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৯৪৫ সালে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দুই পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উভয় পরাশক্তি তাদের মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পরস্পরবিরোধী মতাদর্শভিত্তিক 'স্নায়ুযুদ্ধের' অবতারণা করে। উভয় পরাশক্তিই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে প্রতিহত করার জন্য জোর প্রয়াস চালাতে থাকে।

১৯৪৬ সালে আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নানাধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে ১৯৪৭ সালে উভয় শক্তির মধ্যে তৈরীতা প্রবল আকার ধারণ করে। যুদ্ধকালীন সময়ের দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হয়ে তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। ১৯৪৫ সালে এই তিক্ততা ও বৈরীতা চরম আকার ধারণ করে। এ মার্কিন সমরনায়কগণ মাঞ্চুরিয়ার মাটি থেকে জাপানি ফৌজকে তাড়াবার জন্য সোভিয়েত বাহিনীর অনুপ্রবেশকে স্বাগত জানিয়েছিল তারাই ১৯৫০ সালে জাপানের মাটি থেকে সৈন্য ও অস্ত্র পাঠিয়ে কোরিয়াতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইউরোপের রাজনীতিতে আমেরিকার আবির্ভাব সোভিয়েত ইউনিয়ন সহজভাবে গ্রহণ করেনি। সে অনুভব করেছে যে, তার শক্তিকে খর্ব করার জন্য আমেরিকা ও ব্রিটেন বদ্ধপরিকর। অপরদিকে আমেরিকা নিজকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হিসেবে ঘোষণা করেও 'ন্যাটো' সামরিক জোট গঠন করে ফেলে। ফলে স্নায়যুদ্ধের জন্য এককভাবে কাউকে দায়ী করা যায় না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কম-বেশি স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভবের জন্য দায়ী।

প্রশ্ন ▶৩ সম্প্রতি ক্রিমিয়া ইস্যু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, ক্রিমিয়া বর্তমানে গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে। এতে EU পন্থী ইউক্রেন সরকার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে বিবিসি, আল জাজিরা, AFP, রয়টার্স প্রভৃতি সংবাদ সংস্থার বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন যে, আবার বুঝি বিশ্বে শুরু হলো সেই যুদ্ধ। তবে কোনো কোনো বিশ্লেষক একে সেই যুদ্ধ বলে মত দেননি। *◀ শিখনফল: ১*

ক. ট্রুম্যান কে ছিলেন? ১

খ. স্নায়ুযুদ্ধ সংঘটনে জাপানে আক্রমণ সংক্রান্ত বিরোধের ভূমিকা কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? উক্ত যুদ্ধের প্রথম পর্যায় ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল নানা তাৎপর্যময় ঘটনার 'মঞ্চায়ন'-মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ট্রুম্যান ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

খ স্নায়ুযুদ্ধ সংঘটনের পেছনে জাপান আক্রমণের ঘটনা কারণ হিসেবে কাজ করে।

ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার জাপানে যুদ্ধ করার কথা ছিল। কিন্তু রাশিয়ার সাথে জাপানের যুদ্ধ হয় নি। কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপান আক্রমণের পূর্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে আণবিক বোমা ফেলে জাপান দখল করে নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়।

গ উদ্দীপকে আমার পঠিত স্নায়ুযুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ হলো এমন এক প্রকার অবস্থা যা যুদ্ধ ও নয় আবার শান্তি ও নয়। একে ইংরেজিতে Cold War বা শীতলযুদ্ধও বলা হয়।

এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায় ১৯৪৫ থকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রসঙ্গত ১৯৪৫ সালের রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা নগরীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বৃহৎ শক্তিগুলো মিলিত হয়। এ বৈঠকে বিশ্বের প্রভাবশালী নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইস্টন চার্চিল এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে রাশিয়ার নানা প্রস্তাব ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃবন্দ নীতিগতভাবে মেনে নিলেও কার্যত সমর্থন করেন নি। এভাবে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে রুশ দখলদারিত্ব বৃদ্ধি পেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে প্রতিরক্ষা নীতি গ্রহণ করে তা স্নায়ুযুদ্ধকেই এগিয়ে নেয়। আর এরপর মস্কোর মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা জর্জ কিন্নানের থিসিস প্রকাশ, ট্রুম্যান ডকট্রিন, গ্রিস ও তুরস্কের মার্কিন নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা, ন্যাটো গঠন, কোরীয় যুদ্ধ এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মার্কিন বিরোধিতা প্রভৃতি স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম পর্যায়কে আলোকিত করেছিল।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছেন যে, আবার বুঝি শুরু হলো সেই যুদ্ধ। এখানে সেই যুদ্ধ বলতে তারা ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার Cold War বা স্নায়ুযুদ্ধকে বুঝিয়েছেন। এ যুদ্ধের প্রথম প্রথম পর্যায় ধরা হয় ১৯৫৪ সালথেকে ১৯৪৫ সাল পরবর্তী সময়কে।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতপূর্ণ যুদ্ধ অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল নানা তাৎপর্যময় ঘটনার সঞ্চায়ন।

স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বের কতিপয় ঘটনার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে জোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যু দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে। আর এ জন্য আইজেন হাওয়ার-এর জেনেভা সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৫৫ সালে আইজেন হাওয়ার ও বুলগানিন জেনেভাতে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে কতিপয় বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেন। যেমন, পারমাণবিক অস্ত্রের নির্বিচার উৎপাদন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা, এছাড়া ১৯৫৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি SEATO চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ১৯৫৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি MEDO গড়ে তোলেন। SEATO ও MEDO ন্যাটোর সাথে যুক্ত হলে এশিয়া, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোটের এক মাকড়সার জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। এর ফলে স্নায়ুযুদ্ধ প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে তীব্রতর হয়। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে WARSAW জোট গঠন করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্নায়ুযুদ্ধ ব্যাপক বিস্তার লাভ করে যার ফলে বিশ্বে নানা তৎপর্যময় ঘটনা সংঘঠিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪ ভারত ও পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা পরস্পরবিরোধী। এ প্রসঙ্গে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ইবনে শামীম শেখ প্রায়ই লিখেন মুখে দু'টি দেশ সম্পর্ক উন্নয়ন ও পরস্পর সহযোগিতার কথা বললেও আসলে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ঐ দু'টি দেশের মতো যারা সযত্নে যুদ্ধ এড়িয়ে চলত কিন্তু একে অন্যের ক্ষমতা ও আধিপত্য খর্ব করার জন্য ভিতরে ভিতরে কাজ করত বাহ্যিক যুদ্ধ না হলেও তাদের মধ্যে কার্যত যুদ্ধের পরিবেশই লক্ষ করা যেত। এই দুই পরাশক্তিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ◀ *শিখনফল: ৩ ও ৪*

ক. International Politics শব্দের বাংলা অর্থ কী? ১

খ. স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত কখন ঘটে? ২

গ. ইবনে শামীম শেখের দেওয়া তথ্যে কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'যুদ্ধ নয়, আবার যুদ্ধ' ইবনে শামীম শেখের এই কথার বিষয়টির অবসান ঘটেছে কী কারণে? মতামতসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক International Politics শব্দের বাংলা অর্থ আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

খ স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত নিয়ে পণ্ডিতদের মাঝে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর থেকেই স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব।

তাত্ত্বিকভাবে এ দাবিকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা যদি রাজনৈতিক আদর্শবাদকেই স্নায়ুযুদ্ধের মূল কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে এ সময়কাল গ্রহণযোগ্য। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে যদি মূল্যায়ন করা হয় তাহলে এটি নিশ্চিত যে, স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে।

গ উদ্দীপকে ইবনে শামীম শেখের দেওয়া তথ্যে স্নায়ুযুদ্ধের ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

Cold War বা স্নায়ুযুদ্ধ এমন এক প্রকার যুদ্ধাবস্থাকে নির্দেশ করে যা যুদ্ধও নয় আবার যুদ্ধের অনুপস্থিতি বা শান্তিও নয়। স্নায়ুযুদ্ধকে কেউ কেউ অস্বস্তিকর শান্তি বলে অভিহিত করেছেন। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়কে সশস্ত্র শান্তির যুগ বললে অত্যুক্তি হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দুটি পরাশক্তির উত্থান ঘটে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের ফলে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু আদর্শগতভাবে এ দুটি রাষ্ট্র

ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এ দুটি দেশের আদর্শিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও বিভক্ত হয়ে দুই শিবিরে যোগ দেয়।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে এ দুই পরাশক্তি বিরোধিতা অব্যাহত রাখলে প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধের উত্তাপ ছড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এরূপ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাকেই স্নায়ুযুদ্ধ বা Cold War বলে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে স্ট্যালিন কর্তৃক পূর্ব ইউরোপের প্রতি গৃহীত 'রুশনীতি' এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের তীব্র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এ স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। উদ্দীপকে ইবনে শামী শেখের লেখনীতে ভারত-পাকিস্তানের বর্তমান সম্পর্কের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার সাথে ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পারস্পরিক অবিশ্বাস থেকে নিরাপত্তার অযুহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মারণাস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে তোলে। ষাটের দশকে এসে উভয় দেশের কর্তাব্যক্তিরা অনুধাবন করেন যে, এ ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করেই পরস্পরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে সমঝোতার মাধ্যমে সহাবস্থানের নীতি গৃহীত হয় যা স্নায়ুযুদ্ধ অবসানে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।

এছাড়া রুশ-মার্কিন বলয়ের বাইরে প্রায় শতাধিক রাষ্ট্র জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM) গড়ে তুলেছিল। এ আন্দোলনের মাধ্যমে উভয় জোটের অস্ত্র প্রতিযোগীতার তীব্র সমালোচনা করা হয়। এর ফলে স্নায়ুযুদ্ধ মদদদাতা দেশগুলোর মধ্যে বোধোদয় ঘটে। তারা হতাশ হয়ে এ যুদ্ধের তীব্রতা হতে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়। আর সময়ের পরিবর্তে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ওয়াশিংটনের নির্দেশ হুবহু পালন করতে অস্বীকার করে এবং সাম্যবাদী দেশ যুগোশ্লোভিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশও মস্কোর নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে। এর ফলে বিশ্বে দ্বি-মেরুবাদের প্রভাব হ্রাস পায় যা স্নায়ুযুদ্ধের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতির সংস্কারের ফলে স্নায়ুযুদ্ধ তার আবেদন হারিয়ে ফেলে।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো যুদ্ধ বা শত্রুই আজীবন টিকে থাকে না। কোনো না কোনো সময় এ অবস্থা বা যুদ্ধের অবসান হয়, অনুরূপ ভাবেও বিভিন্ন কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ লোপা ও নিপা দুই বোন। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর জমিসংক্রান্ত বিষয়সহ বেশ কিছু ব্যাপারে তারা পরস্পর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। লোপা ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বেশি করে পালন করত ও আশেপাশের মানুষের সাথে তেমন মেলামেশা করত না। অন্যদিকে, নিপা ছিল মিশুক ও আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন এক নারী। তাই আচরণগত দিক দিয়েও দুই বোন ছিল দুই মেরুবাসী।

◀ শিখনফল: ২

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের যবনিকাপাত কখন ঘটে? ১

খ. স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লোপা ও নিপার প্রত্যাশা কীভাবে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের নিকটবর্তী হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, লোপা ও নিপার মাঝে আদর্শগত ভিন্নতা রয়েছে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আশির দশকের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটে।

খ ১৯৪৫ সালে ইয়াল্টা সম্মেলনের পর কয়েকটি ঘটনা স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমি রচনা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে বিধ্বস্ত দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধ পরিকর হলে রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধ নগ্নরূপ ধারণ করে। আমেরিকা গ্রিক ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সাম্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাশিয়া মলোটভের নেতৃত্বে সাম্যবাদী দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিউনিফরম নামে একটি অন্তঃরাষ্ট্র সংস্থা স্থাপন করে। এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে তথ্যাদির আদান-প্রদান ও পররাষ্ট্রনীতির সংহতি বৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। এভাবে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ পুরোদমে চলতে থাকে।

গ উদ্দীপকের লোপা ও নিপার জীবনযাপন প্রণালি এবং বিশ্বাস ও আদর্শের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এর সাথে আবার যুক্ত আছে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়।

পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরোধ থাকার প্রেক্ষিতে আদর্শিক বিরোধ বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। একটি বিরোধ অন্য বিরোধকে বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমনটি দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বের দু পরাশক্তি রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ দু দেশ মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যখন এ দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ জন্মে, তখন তাদের আদর্শিক বিরোধ বড় হয়ে স্নায়ুযুদ্ধের রূপ নেয়। অথচ অভিন্ন স্বাথ্যের সময় এটি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাই লোপা ও নিপার মধ্যকার জমিজমার বিরোধের ক্ষেত্রে তাদের জীবনের আদর্শ ও বিশ্বাস বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি এক সময় মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কারণও হতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের লোপা ও নিপার মাঝে আদর্শগত দ্বন্দ্বের চিহ্ন স্পষ্ট। কেননা তারা বোন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে জীবনযাপন ও ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়।

লোপা ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং বাইরের মানুষের সাথে তার মেলামেশা কম। অন্যদিকে নিপা ধর্মীয় বিধিবিধান তেমনটা মানে না বলেই মনে হয়। সে অনেকটা আধুনিক এবং সবার সাথে মেলামেশা বেশি করে থাকে। এ

দুজনের এরূপ জীবনযাপনের প্রধান কারণ হলো তাদের আদর্শ। আদর্শিক বিশ্বাস ও এ থেকে উৎসারিত জীবনাচরণ তাদের কার্যাবলি এবং জীবনযাপন প্রণালিকে প্রভাবিত করেছে।

ধর্মীয় আদর্শ এবং আধুনিকতার আদর্শ এ দুই বোনের জীবনকে বেশি প্রভাবিত করেছে। আদর্শিক ভিন্নতা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছে এবং সে অনুসারে তারা তাদের জীবন নির্বাহ করছে। যখন তারা দু বোন হিসেবে বসবাস করে তখন এ ভিন্নতা তাদের মধ্যে বিরোধের কারণ হতে পারবে না। এমন সম্ভাবনা কম। কিন্তু যখন জমিজমাসহ অন্যান্য বিরোধ আসবে, তখন এটি বড় হয়ে দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৬ হাকিমপুর ইউনিয়নের আবদুর রশিদ ও নারদা ইউনিয়নের জহিরুল ইসলাম পরস্পরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একই সাথে কাজ করবে এ শর্তে একটি চুক্তি সম্পাদন করে গত বছর। কিন্তু এ বছরের শুরুতেই হাকিমপুর ইউনিয়নের কিছু বখাটে ছেলে নারদা ইউনিয়নের কয়েকটি দোকানে হামলা চালায় ও কয়েক লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোনো মীমাংসা না হতেই ঐ ইউনিয়নের বেশ কিছু লোক নারদা গ্রামে কুৎসা রটনা করে সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে। এতে উক্ত নেতাদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এক পর্যায়ে ক্ষোভে পরিণত হয়। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. ন্যাটো ও ওয়ারশ প্যাক্ট এর মধ্যকার উত্তেজনাকর অবস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী নামে অভিহিত করে। ১

খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার প্রতি কঠোর নীতি গ্রহণ করে। কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. আব্দুর রশিদ ও জহিরুল ইসলামের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কীভাবে বিঘ্নিত হলো? উদ্দীপকের বর্ণনার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর হাকিমপুর ইউনিয়ন ও নারদা ইউনিয়নের লোকেরা আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সীমাবদ্ধ ছিল? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ন্যাটো ও ওয়ারশ প্যাক্ট এর মধ্যকার উত্তেজনাকর অবস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্নায়ুযুদ্ধ নামে অভিহিত করে।

খ ১৯৪৫ সালের স্ট্যালিন সমাজতন্ত্র পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে রুশ নীতি গ্রহণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কঠোর নীতি গ্রহণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র যাতে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল পরিকল্পনা ও ট্রুম্যান ডকট্রিন নীতি গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো গঠন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল মারণাস্ত্র গড়ে তুললে সোভিয়েত ইউনিয়নও এ প্রতিযোগিতায় শামিল হয় এবং প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে একপর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়।

গ উদ্দীপকে আব্দুর রশিদ ও জহিরুল ইসলামের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজোন হাওয়ার ও সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সাদৃশ্যপূর্ণ। আইজেন হাওয়ার ও ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিঘ্নিত হওয়ার অন্যতম কারণগুলো হলো ইউ-২ ঘটনা, বার্লিন দেয়াল ও কিউবা সংকট।

স্নায়ু যুদ্ধোত্তর যুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগিতা ও শত্রুতামূলক মনোভাব পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কুশ্চেভ। এ প্রেক্ষিতে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তারা সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ বার্লিন সম্পর্কে এবং বাণিজ্য বাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। তবে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ইউ-২ ঘটনা, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বার্লিন দেয়াল নির্মাণ ও কিউবা সংকট সহাবস্থান সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি করে। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১মে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ইউ-২ সোভিয়েতের আকাশসীমা অতিক্রম করলে সোভিয়েত বাহিনী বিমানটিকে ভূপাতিত করে। এতে আইজেন হাওয়ার ও কুশ্চেভের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কুশ্চেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের পশ্চিম বার্লিনে প্রবেশের পথ বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে তাদের মধ্যে বিরোধ আরো ঘনীভূত হয়। এছাড়াও সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করলে উল্টো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, হাকিমপুর ইউনিয়নের আব্দুর রশিদ ও নারদা ইউনিয়নের জহিরুল ইসলাম পরস্পরকে সহযোগিতার লক্ষ্যে গত বছর চুক্তি সম্পাদন করলেও এ বছরের শুরুতে হাকিমপুর ইউনিয়নের কিছু বখাটে ছেলে নারদা ইউনিয়নের কয়েকটি দোকানে হালমা চালায় ও কয়েক লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে কোনো মীসাংসা না হতেই ঐ ইউনিয়নের বেশ কিছু লোক নারদা গ্রামে কুৎসা রটনা করে সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত করে। এতে উক্ত নেতাদের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এক পর্যায়ে ক্ষোভে পরিণত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে নীতি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে হাকিমপুর ইউনিয়ন ও নারদা ইউনিয়নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সীমাবদ্ধ ছিল বলে আমি মনে করি না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগত কারণে পরস্পরের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছিল। তবে ক্রমশ এটি আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমেরিকা ও রাশিয়ার ভূমিকা এদেরকে নতুন পরাশক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আনবিক বিস্ফোরন ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য খর্ব করে দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে দুটি পরাশক্তিই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসহ আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু করে। এছাড়াও আমেরিকার নেতৃত্বে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে 'ন্যাটো' এবং রাশিয়ার নেতৃত্ব ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ওয়ারশ সামরিক জোট গঠন করলে তাদের মধ্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিউবা সংকট ও বার্লিন সংকট এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের আদর্শকে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। এজন্য এ দুটি পরাশক্তি ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বে আদর্শ বিস্তারের পাশাপাশি নিজেদের রাজনৈতিক সামরিক নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র শক্তিবলয়ে বিভক্ত করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমাবদ্ধ না থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ আসলাম স্যার স্নায়ুযুদ্ধ নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা শেষে তিনি ছাত্রছাত্রীদের স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভবের কারণগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন করে তাকে দেখাতে বললেন। মেধাবী ছাত্রী জয়িতা নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রণয়ন করেছিল—

স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভবের কারণ
১. ইরান নিয়ে মতপার্থক্য।
২. জাপানে আক্রমণ সংক্রান্ত বিরোধ।
৩. গ্রিসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ।
৪. তুর্কি বিদ্রোহ।
৫. রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. Cold War-অর্থ কী? ১

খ. রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি স্নায়ুযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তালিকায় উল্লিখিত স্নায়ুযুদ্ধের ৪নং কারণটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্নায়ুযুদ্ধের কারণ হিসেবে জয়িতার উল্লিখিত ৫নং কারণটি কী যথার্থ? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Cold War অর্থ স্নায়ুযুদ্ধ।

খ রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি স্নায়ুযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল।

১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমার অধিকারী হয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে কমিউনিজমের পক্ষে সহায়তা দিয়ে এসব দেশের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে পশ্চিমা বিশ্বে কমিউনিজমের ভীতি দেখা দেয়। যা স্নায়ুযুদ্ধ সংগঠনের অন্যতম কারণ।

গ তালিকায় উল্লিখিত ৪ নং কারণ অর্থাৎ তুর্কি বিদ্রোহটি স্নায়ুযুদ্ধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিল।

স্নায়ুযুদ্ধের মূল কারণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরস্পর বিরোধী আদর্শিক দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করা হলেও কতিপয় বাস্তব সমস্যা এতে ইন্ধন যোগায়। তাদের মধ্যে অন্যতম সমস্যা ছিল তুর্কি বিদ্রোহ। ১৯৪৫-৪৭ সময়কালে তুরস্কের ঘটনাবলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

তুরস্কের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ববর্তী 'মন্ত্রো চুক্তি' (Montreaux Convention) ভেঙে নতুন চুক্তি সম্পাদনের জন্য চাপ প্রদান করে। নতুন চুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন দার্দানেলিশ ও বসফোরাস প্রণালিতে অবাধে রুশ নৌ-চলাচলের সুবিধাসহ বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা দাবি করে। ব্রিটেন এতে মধ্যপ্রাচ্যের তেল খনিগুলো রাশিয়ার হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করার গোপন আহ্বান জানায়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, স্নায়ু যুদ্ধের যে সকল কারণ রয়েছে তার মধ্যে তুর্কি বিদ্রোহ অন্যতম একটি কারণ।

ঘ হ্যাঁ, স্নায়ুযুদ্ধের কারণ হিসেবে জয়িতার উল্লিখিত ৫নং কারণটি যথার্থ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি গ্রিস দখল করলে ব্রিটিশ বাহিনী গ্রিসকে মুক্ত করে। কিন্তু গ্রিসের ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনগণের সাথে বিরূপ আচরণ করায় ইংরেজ সেনা গ্রিসে টিকতে পারছিল না। কেননা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় গ্রিক কমিউনিস্টগণ সেখানকার রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতর থেকে দুটি গোপন নথি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডিন এরিকসনের হাতে আসে। এতে বলা হয়েছিল, 'সোভিয়েত সহায়তায় গ্রিক কমিউনিস্টরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদের যে লড়াই করছে তাতে ব্রিটিশ সেনা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

যেহেতু ব্রিটেন যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে ক্রমেই অসমর্থ হয়ে পড়ছে, ব্রিটিশ সেনা প্রত্যাহৃত হলে গ্রিস কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবে এবং পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরে পশ্চিমী আধিপত্যের শেষ চিহ্ন লোপ পাবে। এ খবর পাওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তার বিখ্যাত 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' ঘোষণা করেন। ফলে রাশিয়ার সাথে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়।

প্রশ্ন ▶ ৮ 'ক' ও 'খ' দুটি বড় সংগঠন। তারা দুটি মতাদর্শে বিশ্বাসী। 'ক' সংগঠন মনে করে 'খ'-এর নীতি ও আদর্শ গণতন্ত্র ও উন্নয়নবিরোধী। আর 'খ' সংগঠন মনে করে 'ক'-এর আদর্শ সাম্যবাদবিরোধী। তারা নিজেদের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার লিপ্ত হয়। এক সংগঠন এক ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করলে অন্য সংগঠনও তার চেয়ে উন্নত অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করে।

◀ *শিখনফল-২*

ক. কে সর্বপ্রথম স্নায়ুযুদ্ধ শব্দটি প্রয়োগ করেন? ১

খ. ওয়ারস জোট কেন গঠন করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর কোন কোন কারণ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত কারণগুলো স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর একমাত্র কারণ? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা বার্ণাড বারুচ সর্বপ্রথম স্নায়ুযুদ্ধ শব্দটি প্রয়োগ করেন।

খ ন্যাটো এর প্রতিপক্ষ হিসাবে গঠিত হয় ওয়ারস জোট।

সামরিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবরোধ করে রাখার নীতি কার্যকর করার জন্য মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটো গঠিত হয়। ন্যাটোর পাল্টা জোট হিসেবে কমিউনিস্ট দেশগুলো রাশিয়ার নেতৃত্বে ওয়ারস (Warsaw) নামক সামরিক জোট গঠন করে। মূলত ন্যাটোকে প্রতিহত করাই ওয়ারস জোটের উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকে "ক" ও "খ" সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর আদর্শগত কারণ প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে স্নায়ুযুদ্ধ (Cold war) একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লবের পরেই আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত। তারা উভয়ে বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী। আমেরিকা উদারনৈতিক পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। আমেরিকা মনে করত রাশিয়ার সাম্যনীতি গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিরোধী। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী আদর্শ সাম্যবদীদের শত্রু। ফলে উভয় রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজ নিজ প্রভাববলয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হলে রাশিয়াও ১৯৪৯ সালে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়। এতে উভয়পক্ষের শক্তির ভারসাম্য আসে এবং বিশ্ব রাজনীতি দ্বি মেরুতে বিভক্ত হয়ে স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, "ক" ও "খ" দুটি বড় সংগঠন এবং তারা দুটি মতাদর্শে বিশ্বাসী। "ক" সংগঠন মনে করে "খ" এর নীতি ও আদর্শ গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিরোধী আর "খ" সংগঠন মনেকরে "ক"— এর আদর্শ সাম্যবাদ বিরোধী। এভাবে উভয় সংগঠন নিজেদের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং এক সংগঠন অস্ত্র সংগ্রহ করলে অন্য সংগঠন তার চেয়ে উন্নত অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করে।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীযমান হয় যে, উদ্দীপকে "ক" ও "খ" সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর অন্যতম কারণ পরস্পর বিরোধী আদর্শ ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত কারণগুলো তথা আদর্শগত বিরোধ স্নায়ুযুদ্ধের একমাত্র কারণ বলে আমি মনে করি না।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল স্নায়ুযুদ্ধ। স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম কারণ আদর্শগত বিরোধ হলেও আরো বেশকিছু কারণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইরান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের জাপানে যুদ্ধ করার কথা থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে সুযোগ না দিয়ে জাপান দখল করে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। গ্রীসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও তুর্কি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সেভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব প্রকট হয় ওঠে। পূর্ব ইউরোপে রুশ প্রাধান্য বৃদ্ধি ও পশ্চিমা বিশ্বে কমিউনিজম বিস্তারের আশংকায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল সোভিয়েত প্রভাব বলয় হতে মধ্য ও পূর্ব ইউরাপীয় রাষ্ট্রগুলোকে বের করে নিয়ে আসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানালে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই ক্ষুব্ধ হয়। বার্লিন ও জার্মানকে নিয়ে তাদের মধ্যে ব্যাপক মত পার্থক্য দেখা দেয়। ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্মানির প্রভাব খর্ব করার পক্ষপাতি হলেও তাকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করার পক্ষপাতি ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে তাকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আণবিক বোমার অধিকারী হওয়ায় উভয় রাষ্ট্র পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং স্নায়ুযুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরস্পর বিরোধী আদর্শ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বন্দ্বের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের বীজ নিহিত।

প্রশ্ন ▶৯ মি. X এবং মি. Y দুই এলাকার জমিদার। দুজনই তাদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে ব্যস্ত। মি. X সুযোগ বুঝে আশেপাশের গরিব লোকদের বিনা সুদে ৫০ হাজার করে টাকা ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যাতে লোকগুলো তার পক্ষে থাকে। সে সংবাদে মি. Y অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। মি. X -এর ঋণ দানের এই পরিকল্পনাকে মি. Y দাসত্ব বলে অভিহিত করেন। গরিব লোক যাতে এই ঋণ পরিকল্পনা গ্রহণ না করে সেজন্য গরিবদের আহ্বান জানান। এর ফলে উভয়ের মধ্যে এক ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ◀ *শিখনফল-১ ও ২*

ক. সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল? ১

খ. ট্রুম্যান ডকট্রিন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. X এর ঋণ দান পরিকল্পনা পাঠ্যবইয়ের কোন পরিকল্পনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে যে ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল।

খ স্নায়ুযুদ্ধের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক প্রদত্ত তত্ত্বই হল ট্রুম্যান ডকট্রিন। তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ। তিনি ঘোষণা করেন যে, মার্কিন নীতির উদ্দেশ্য

হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যার মাধ্যমে সকল জাতি স্বাধীনভাবে বলপ্রয়োগ ছাড়াই বসবাস করতে পারে। এই ঘোষণার গভীর উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষার নামে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা। আর এ ঘোষণাই ইতিহাসে ট্রুম্যান তত্ত্ব বা ট্রুম্যান ডকট্রিন নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে মি. X এর ঋণ দান পরিকল্পনা পাঠ্যবইয়ের মার্শাল পরিকল্পনাকে ইঙ্গিত করে।

মি. X এর ঋণ দানের মাধ্যমে লোকজনকে তার পক্ষে নিয়ে আসার ঘটনাটি মার্শাল পরিকল্পনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ট্রুম্যান নীতির পরিপূরক ছিল মার্শাল পরিকল্পনা। মার্শাল ১৯৪৭ সালের এক সভায় বলেন, যেখানে দরিদ্র, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশি সেখানেই কমিউনিজম শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। এজন্য মার্শাল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোকে মার্কিন অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি বলেন—

প্রথমত, সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলো একটি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবে (Organization of European Economic Co-operation OEEC)

দ্বিতীয়ত, এই OEEC সদস্যভুক্ত দেশগুলো তাদের নিজস্ব সম্পদ এবং মার্শাল পরিকল্পনায় প্রাপ্ত সম্পদ পরস্পরের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র $\frac{১}{২}$ বিলিয়ন সাহায্য দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ অত্যন্ত তীব্রভাবে মার্শাল পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, উদ্দীপকে মার্শাল পরিকল্পনাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উক্ত পরিকল্পনা বলতে মার্শাল পরিকল্পনাকে বোঝানো হয়েছে।

মার্শাল পরিকল্পনা লক্ষ্য পূরণে সফল হলেও এ পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে ইউরোপীয় রাজনীতি দুটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত হয় এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনৈতিক মাত্রা ঘনীভূত করে।

বলা হয়ে থাকে মার্শাল পরিকল্পনা ঠাণ্ডা লড়াই এর আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। ট্রুম্যান এবং মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বসে থাকেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নেয় তা হলো বার্লিন অবরোধ।

সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শিক্ষা দেয়ার জন্য পশ্চিম বার্লিনের সাথে পূর্ব বার্লিনের স্থল ও নৌ যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আশা করেছিল পশ্চিম বার্লিনের ৩ মিলিয়ন মানুষ ব্যর্থ খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ করতে না পারলে মার্কিনিরা আত্মসমর্পণ করবে। শেষ পর্যন্ত বার্লিন অবরোধ নিষ্ফল হয়। এ ঘটনাটি পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধের গভীরতা ও ব্যাপকতা বাড়াতে থাকে।

উদ্দীপকেও একই ভাবে উভয়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তাই বলা যায় মার্শাল পরিকল্পনা স্নায়ুযুদ্ধের মাত্রাকে আরো বেগবান করে তুলে।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'ক' ও 'খ' দুটি দেশের মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতা ছিল। দীর্ঘদিন ধরে চলমান মতাদর্শগত ভিন্নতার বিরোধ বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে 'খ' দেশে নতুন নেতৃত্ব ক্ষমতায় এসে দীর্ঘদিনের বিরোধ মিটিয়ে 'ক' দেশের সাথে মিলেমিশে বাস করার পদক্ষেপ নেয়।

ক. ট্রুম্যান কে ছিলেন? ১

খ. দাঁতাত বলতে কী বোঝায়? বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়ের সাথে তুলনা করা যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' দেশের সাথে 'খ' দেশের মিলেমিশে বাস করার বিষয়টি তোমার পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হ্যারি এস. ট্রুম্যান (Harry S. Truman) ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩তম প্রেসিডেন্ট।

খ উত্তেজনা প্রশমন এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি পরিবেশ হলো দাঁতাত।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান প্রক্রিয়ায় দাঁতাত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগিতা ও শত্রুতামূলক মনোভাব পরিহার করে শান্তিপূর্ণ যে সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেছিল তাকে দাঁতাত নামে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক ও খ দেশের মধ্যকার সম্পর্ক পাঠ্যবইয়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের স্নায়ুযুদ্ধের সাথে তুলনা করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি, বিভিন্ন ঘটনাবলি এ স্নায়ুযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল। মূলত ১৯৪৫ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধ বেগবান ছিল। পরস্পরকে অবিশ্বাস, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও অস্ত্রের প্রতিযোগিতা স্নায়ুযুদ্ধকালীন প্রধান বিষয় ছিল। ১৯৪৫-১৯৫০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ স্নায়ুযুদ্ধকে আরো ত্বরান্বিত করে। এর মধ্যে ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে স্নায়ুযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এ যুদ্ধ চলার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ পরিহার করে সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস করলে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উদ্দীপকেও আমরা এ ধরনের চিত্র দেখতে পাই, 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতা ছিল। দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ মতাদর্শগত ভিন্নতার বিরোধ ও বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে এ দুটি দেশের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

এখানে 'ক' দেশটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং 'খ' দেশটিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে স্নায়ুযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করাই যৌক্তিক বলে মনে হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' অঞ্চলের সাথে 'খ' অঞ্চল মিলেমিশে বাস করার বিষয়টিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সহাবস্থান নীতি প্রতিফলিত হয়েছে।

স্নায়ুযুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা শত্রুতামূলক মনোভাব পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করে। মূলত ষাটের দশকের শুরু থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ নতুন অগ্রগতি পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত করে।

এই সহাবস্থানের প্রথম বাস্তব অভিব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয় ১৯৬৩ সালে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির মাধ্যমে। এ চুক্তিতে আবদ্ধ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ (George H.W. Bush) ও সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ (Mikhail Sergeyevich Gorbachev) এক শীর্ষ বৈঠকে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের সরকারি ঘোষণা দেন। এর মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' দেশের ক্ষেত্রেও আমরা একই পরিস্থিতি লক্ষ করি। মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে 'ক' ও 'খ' দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরোধপূর্ণ অবস্থানে থাকলেও তারা উভয়ে বিরোধ মীমাংসা করে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'ক' ও 'খ' অঞ্চলের পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতি যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহাবস্থানের নীতিকেই প্রতিফলিত করে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১১ আগরতলা ও ঝিকাতলা দুটি সনামধন্য অঞ্চলের মধ্যে দীর্ঘদিন কর্তৃত্ব নিয়ে মন কষাকষি চলে আসছিল। এর ফলে ঐ দুটি অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক তেমন একটা ভালো ছিল না। বলা যায়, তাদের সম্পর্কটা ছিল তিক্ততার। আগরতলা অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা বেশ প্রভাবশালী ও প্রচুর সম্পদের মালিক; পক্ষান্তরে ঝিকাতলা আগরতলার প্রভাবের কাছে তেমন কিছুই না। আগরতলাবাসী ঝিকাতলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অর্থ দ্বারা বশীভূত করে এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। ঝিকাতলাবাসী আগরতলাবাসীর সাথে মিলেমিশে থাকার পদক্ষেপ নেয়। এভাবেই তাদের মধ্যে তিক্ততার অবসান ঘটে। *◀ শিখনফল-১ ও ৪*

ক. কত সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন কেনেডি? ১

খ. স্নায়ুযুদ্ধের পঞ্চম পর্বে সমাজতন্ত্রের পতন সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত আগরতলা ও ঝিকাতলা অঞ্চলের সম্পর্ক তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সম্পর্কের ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আগরতলার সাথে ঝিকাতলাবাসীর মিলেমিশে থাকাকে তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন কেনেডি।

খ সোভিয়েতে অর্থনৈতিক মন্দা দূর করার জন্য সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ তার গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রাইকা নীতি ঘোষণা করেন। এরই এক পর্যায়ে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে ১৯৯০ সালে। ফলে প্রায় শতাব্দীব্যাপী রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ও একক শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা দাও।

ঘ স্নায়ুযুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶ ১২ রেজমাউল ও হৃদয় ইদানীং কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। দুজনের মধ্যে সর্বদা বিরোধমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা দুজন মূলত আদর্শগত কারণেই এ বিরোধিতার জন্ম দিয়েছে। একজনের আদর্শ বঙ্গবন্ধু অন্যজন জিয়া। *◀ শিখনফল: ১*

ক. কত সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে? ১

খ. NATO কেন গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে যে ধারণার ইঙ্গিত রয়েছে তার উদ্ভব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ধারণার কতিপয় সংজ্ঞা বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯০ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

খ আত্মরক্ষামূলক প্রভাব বলয় বাড়ানোর জন্য NATO গঠন করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বার্লিন অবরোধের পর Cold War চরমে পৌঁছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রাসেলস চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর ১৯৪৯ সালে NATO চুক্তির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের ১১টি দেশের সাথে ২০ বছরের জন্য সামরিক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদন করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা বর্ণনা কর।

ঘ স্নায়ুযুদ্ধের কতিপয় সংজ্ঞা আলোচনা কর।